অসি ও মসী

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো কলিকাতা

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো,
কলিকাতা হইতে শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বৈশাখ, ১৩৪৪

মূল্য এক টাকা

শ্রীমতী রুচিরা দেবী

কবি-প্রিয়াসু,

মুগ্ধমনের নিলে মিলনের মালা,
নিয়েছ কবির গভীর প্রীতির ডালা,
যে মর্ম্মপীড়া জ্বলিছে দুর্ব্বিসহ,
হে নর্ম্মসখি, তাহারো অংশ লহ!

ব্যথাহত মনে, দুঃখ দিলাম প্রাণে।
কেহ চেনে মোরে, কেহ ভালো নাহি জানে
তুমি জানো, কেন যন্ত্রণা অহরহ!—
, তাহারো অংশ লহ।

১৪ই বৈশাখ ১৩৪৪
৭ রাজাবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা

াত্তকিরণ বসু

সূচী

I

অতি-আধুনিকাসু

আমি ভালোবাসি ঘুরিয়ে কাপড় পরা,
তাই তুমি পরো পিছনে আঁচল দিয়ে।
আমি ভালোবাসি বসিতে তোমার পাশে,
তাই তুমি বসো অডিটোরিয়মে গিয়ে।
আমি ভালোবাসি চূর্ণ-অলকরাশি,
রুক্ষ, এলানো তাইত তোমার খোঁপা।
আমি চঞ্চল পছন্দ করি ব'লে
লজ্জা করোনা, থাকোনাক' তুমি বোবা!
রূপোর ঝুম্‌কো, দুগাছি সোনার চুড়ি,
দুটি বাহুলতা রহিবে অনাবৃত,
পিঠের ব্লাউস ক্ষণে ক্ষণে যাবে দেখা,
তাম্বুল-রাগে ওষ্ঠ না রঞ্জিত,
একেলা চলিলে, যাবে গম্ভীর হ'য়ে,
সঙ্গিনী পেলে, হাসিয়া পড়িবে ঢ'লে,
এই সবি তুমি পছন্দ কর দেখি,
যেহেতু আমারি রুচিসম্মত ব'লে।

অসি ও মসী

একদিন ছিল পাতা পেড়ে চুল কাটা,
পাছাপেড়ে শাড়ী, একগোছা চুড়ী হাতে,
ইহুদীমাক্‌ড়ি, সোনার চিরুণী বাঁকা,
লেখা ছিল 'পতি পরমগুরু' যে তাতে।
পানে দোক্তায় ঠোঁট দুটি ছিল রাঙা,
চওড়া করিয়া আল্‌তা পরিতে পায়ে,
লম্বা ঘোমটা সহসা টানিয়া দিতে,
লজ্জাবনতা হ'তে ফুলশয্যায়।
হাড়ে মাসে তুমি বপুটি করিতে ভারী,
আজিকার মত ছিল না সূক্ষ্মদেহ।
স্তোত্র জানিতে, শিখিতে না গান গাওয়া,
নৃত্যের কথা ভাবিতে পারো নি কেহ।—
—সেদিনো অমনি পছন্দ ছিল মোর,
তাই তুমি নারী মানিতে মনে ও প্রাণে।
পুরুষ যা চায়, নারী তাই হ'য়ে ওঠে।
তোমাদের চিরপরাজয় সেইখানে।
কলেজে পড়ো, কি সাইকেলে চলো ছুটে,
এরোপ্লেনে চড়ো, সাঁতারে কর যে নাম,
আমার চয়েস্‌,—স্যাংশন আছে মোর,
হুড়োহুড়ি ক'রে পুরাও মনস্কাম।
অতি-আধুনিক ছেলেরা যেমন চায়,
অতি-আধুনিকা মেয়েরা তেমনি হবে।
মোদেরই রুচির অধীন,—স্বাধীনা ব'লে
প্রগতিবাদিনী কেন উচ্ছ্বাস তবে?

ভীষণ আফ্‌শোষ

ট্রামে যেতে যেতে, গড়ি আর ভাঙি,
ছোট গল্পের প্লট্ ।
চারিধারে হয় ভীষণ শব্দ—
ঝনাঝন্ খটাখট্ ।
তারি মাঝে এক তরুণী উঠেছে,
নেই বস্‌বার ঠাঁই,
পাশের ছোক্‌রা, খালি করে, মোর
পাশের আসনটাই ।
বসিল মেয়েটি, জড়োসড়ো হ'য়ে,
আমি মনে মনে ভাবি,
হতভাগা ট্রাম, বিদ্যুদ্বেগে
আরো কতদূর যাবি ?
কারেন্ট্ শর্টের সময় হয়েছে,
থেমে যা পথের মাঝে ।
ডেষ্টিনেশন্ আসে যদি, পাশে
সঙ্গিনী রবে না যে ।

কহিল মেয়েটি 'এল্‌গিন রোড
আছে আপনার জানা ?
জানেন কোথায় বিজলী সিনেমা ?
ভবানীপুরের থানা ?'
কোন্‌টা কোথায়, ছিল না ধারণা,
কহিলাম মুখ ফুটে

অসি ও মসী

‘পাশাপাশি নয় জানি এইটুকু’—
একেবারে বিদ্‌ঘুটে
জবাবটা যেন, কাব্যমধুর
মোটেই ত’ হল না কো।
মনে মনে বলি, ‘আধফোটা কলি,
আরো কিছুখন থাকো।’

‘মোহনবাগান ব্ল্যাক্‌ওয়াচের
রেজাল্ট কি হল আজ?’
দ্বিতীয়বারের নূতন প্রশ্নে
পড়িল মাথায় বাজ।
ও পথে যাই না, সখ মোটে নেই,
তবু ফেলিলাম ব’লে,
‘মোহনবাগান পেয়েছে পয়েন্ট্।
জিতেছে যে পাঁচ গোলে।’
‘পাঁচ গোল দিলে? জানেন কি ঠিক?
কে দিলে? নন্দ? কানি?
স্কোর কে করলে? হামিদ? হাবুল?’
আমিও কি ছাই জানি।

চুপ ক’রে আছি, কহিল হঠাৎ
‘দেখেছেন মানময়ী?’
তাও দেখি নাই। কহিনু তবুও
‘হয়েছে চলন সই।
মানময়ী কিছু বেশী মান করে।
শেষটা সে গেল ম’রে।’

ভী ষ ণ আ ফ্ শো ষ

চাপাহাসি হেসে, ক্রমশঃ দেখি সে
হাসিয়া উঠিল জোরে।

চ'লে গেল উঠে, ক্রিং করে বেল্
টেনে দিয়ে গেল নেমে।
বাদ্‌লা হাওয়ায় সাম্‌নে বসেছি,
তবু দেখি, গেছি ঘেমে।

পিছনের সীটে যে বসেছিল, সে
শুনেছিল আগাগোড়া।
কহিল, 'ওটি যে নামজাদা মেয়ে,
জানে বন্দুক ছোঁড়া!'
ম্যাচ্, থিয়েটার, ট্রামে আর বাসে
পরিচিত ও'ফিগার'।
বেশে ও চমকে, ঠমকে, খোরাক্
যোগায় ও কবিতার।
আপনি মশায়, জানেন না কিছু!
সবেতে গেলেন ঠ'কে।
অপার্চুনিটি এমন, খুঁজিয়া
বেড়ায় কত যে লোকে।
পেয়ে হারালেন! হায়রে কপাল!
ও মেয়ে যা ধড়িবাজ!'

*   *   *

সেদিনের কথা মনে ক'রে শুধু
আফশোষ করি আজ।

গেরস্তর বৌ

কুট্‌নো কোটে, বাট্‌না বাটে, রান্না চড়ায় ভোরে,
সারা সকাল ব্যস্ত থাকে তাড়াহুড়ো ক'রে,
কর্ত্তা গেলে আপিস, গেলে ইস্কুলেতে ছেলে,
হাঁপটি ছেড়ে বসে তোফা, হাত-পা দিয়ে মেলে।
ছ্যাঁচ্‌ড়া চড়ায়, পোস্ত চড়ায়, ঝাল দিয়ে মাছ নাবে,
আমড়া দিয়ে 'টক্‌'টি করে, মনের সুখে খাবে।

একটা বাজুক্‌, দুটো বাজুক্‌, কিসের অত তাড়া ?
জান্‌লা দিয়ে পাশের বাড়ীর বৌ যদি দেয় সাড়া,
পরের ঘরের কুলুজিতে ফূর্ত্তি তখন ভারী,—
পুত্র-সম্ভাবনায় কে যে গেছে বাপের বাড়ী।
ছেলে হবার খবর ছাড়া আর কি কথা আছে ?
এদিকে সব মুক্তি মাগেন ষষ্ঠী দেবীর কাছে।

স্নানটি হ'ল, ভাতটি হ'ল, বাসি রুটির সাথে
মুখ-রোচক গরস ক'রে গিন্নী এলো খাতে।
ভারী ঘটির জলটি খেয়ে, পানটি পুরে মুখে,
জর্দ্দা দিয়ে ট্যাঁপ্‌টি ক'রে, এলিয়ে পড়ে সুখে,
ইচ্ছে হ'ল, টেনে নিলে লাইব্রেরীটার বই।—
বালিশ ক'রেই নাকটি ডাকায়, পড়েই বা আর কই।

ছেলেগুলোর দুপ্‌দাপেতে ঘরটি যেন ফাটে।
উঠেই, তাদের চড়িয়ে দিয়ে দুপুরটি বেশ কাটে।

গেরস্তর বৌ

হয়ত বয়স পঁচিশ হবে, বুড়ীমতন লাগে।
একটু তবু সাজ করা চাই, স্বামীর ফেরার আগে।
চুলটা ঈষৎ নাবিয়ে দেওয়া, টিপ্‌টি একটু পরা,
রঙীন বেশে মিষ্টি হেসে চায়ের কাপটি ধরা।

বাবুর তখন ঘুরছে মাথায় অফিসে কাজ কত।
সজ্জা দেখার, সোহাগ করার, সময় কোথায় অত?
তার ওপরে সন্ধ্যে হ'তেই আছে ব্রীজের তাড়া,
রান্নাঘরের তাতে, ধোঁয়ায় বৌটি হ'ল সারা।
অনেক রাত্রে ছেলে কাঁদে, মেয়ে চেঁচায় উঠে।
হায়রে বিয়ে! হায়রে প্রিয়া! প্রেম চ'লে যায় ছুটে!

এই আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙালীদের বধূ।
কেমন ক'রে ঝর্‌বে তাদের কথায় কথায় মধু?
জান্‌ল সে কি? বুঝ্‌ল সে কি? শুধু কেবল খাটে,
সুচী-বিকার, কুৎসা ক'রে, কিছু সময় কাটে।
মেজাজখানি বিগ্‌ড়ে গিয়ে, ঝগড়া করার ভাষা
কাংস্য-গলায় চালিয়ে দিতে, সুযোগ মেলে খাসা।

দুএকখানা গয়না শাড়ী, দাও ফেলে দাও ছুঁড়ে,
দুএকটা দিন দাও থিয়েটার-বায়স্কোপে পুরে,
বাপের বাড়ী থেকে আসুক্, চেঞ্জে দুএকমাসে
ঘুরে এলেই, বল্‌বে, 'স্বামী ভীষণ ভালোই বাসে!'
ঘুঘুর মতন নিরীহ জীব, গুগ্‌লি গেঁড়ির মত
এই বধূদের সন্তানেরা মানুষ হবে কত?

অসি ও মসী

কোথায় পাবে দূরের দৃষ্টি বিপুল উদার মন ?
মা জানে সার খাওয়ানো, আর খাওয়ার আয়োজন।
দেহ এবং মনের রূপে কোথায় রূপবতী ?
এদের মূর্খ-বন্দীদশায় সারা দেশের ক্ষতি।
সারা দেশের ক্ষতি, তবু জ্ঞানের দিকে কবে
পোস্ত ছেড়ে, ঘণ্টো ছেড়ে, একটু নজর হবে ?

কমিয়ে দিয়ে গঙ্গাজলের, গোবরজলের প্রীতি,
কমিয়ে দিয়ে নজর দেওয়ার, ভূতেধরার ভীতি,
মানুষ হবার, মানুষ করার কল্পনারি ছবি
জাগিয়ে দেওয়া হবে কবে ? প্রশ্ন করে কবি।
জবাব কি তার মিল্‌বে দেশে ? রইল সিকেয় তোলা।
নাবৃল বাটি-চৰ্চ্চড়ী, ওর সোয়াদ কি যায় ভোলা ?

'পথি নারী'

পায়ে পায়ে কেন ? আরো জোরে হাঁটো। তাড়াতাড়ি এসো চ'লে।
ছেলেটাকে ধরো। ছাতাটাকে নাও। খুকিটাকে করো কোলে।
টর্চ্চটা কে নেবে ? আমি ? কি যে বলো। দেখচ না ছড়ি হাতে।
খাব সিগারেট। মিথ্যে তোমায় এনেছি বদ্রিনাথে।
আরো জোরে হাঁটো। বেড়াতে পাও না, থাকো ত অন্ধকূপে।
চেঞ্জে এসেও চলো পায়ে পায়ে। ঐ দেখ আসে ভূপে,—
ঘোম্‌টাটা টানো। দেখে ফেললেই ভারী মুস্কিল হবে।
বল্‌বে 'অমন ক্যাড্‌ মেয়ে দেখে কি ক'রে পড়লি লভে ?'
ওদের বৌরা পাশকরা মেয়ে কত-কি ফ্যাশান জানে।
চপ্পল নয়, হিল-উচু জুতো, ঠমকে ঠমকে টানে।
পার্শী শাড়ীটা ভাটিয়ার মত কেমন ঘুরিয়ে পরে।
খোঁপার কাপড় খস্‌লে, কেমন বাঁহাতে কোণটি ধরে।
তুমি কি তা পারো ? ঐ যে সাম্‌নে মেয়েটি দেখ্‌তে বেশ।
ছোঁড়াটার দিকে অত কি দেখচ ? বেহায়ার একশেষ।

বছর বছর ছেলে আর মেয়ে দেখ্‌তে পারি না চোখে।
জানি না মুখ্যু মেয়ে কি দুঃখে বিয়ে ক'রে আনে লোকে।
কালো চেহারা যে সইতে পারি না, তুমি হ'লে সেই কালো।
আমার কী রূপ ? আমি যে পুরুষ। পুরুষের সবি ভালো।
বিদ্বান্‌ নই ? গুণবান্‌ নই ? কি দেখে যে মেয়ে দেবে ?
তুমি সতী নও, পতির বিষয় এতই রেখেছ ভেবে।

অসি ও মসী

আমি যা হই না। স্বামী ত তোমার? স্বামীরে দেবতা জানা
মেয়ে মানুষের প্রধান ধর্ম্ম, দোষ দেখা তার মানা।
মুখ্যু বা কিসে? পড়েছি কলেজে, আই-এ না হয় ফেল।
গুম্‌টি এসেছে। ফটক বন্ধ। ঐ দেখ আসে রেল।

ফুলের গন্ধ পাচ্ছ কি তুমি? মিষ্টি ফুলের বাস?
টর্চ্চ জ্বলবে না। ব্যাটারী গিয়েছে। এই রে সর্ব্বনাশ।
ফিরে চল রাণী, এ অন্ধকারে চল্‌তে কষ্ট হবে।
হাঁপ ধ'রে গেছে? বুড়ো মেয়েটাকে কোলে রাখা কেন তবে?
আমাকে দাও না। ছাতাটাও দাও। ছড়িটাকে ধরো, এই।
এখন লজ্জা করবে না আর, পথে লোকজন নেই।
কত কষ্টের পয়সা। ছুটিটা কত কষ্টের পাওয়া।
সবি সার্থক, রোগ সেরে গেলে লেগে পশ্চিমে হাওয়া।
তুমি সেরে ওঠো। কথা নেই কেন? কত কি বলেছি ব'লে?
আর বক্‌ব না। মাপ চাইছি যে। এবারে ত খুসি হ'লে?

—বিলাসে ও ন্যাকামিতে সস্তা হয়েছে যারা তাদেরি ডাকিয়া শুধু কহি—

১

দুর্দ্দিন বড় দেশে, তোমাদের দিকে চেয়ে
সে কথা হয় না কভু মনে।
সাজিয়া পরীর মত হাসিয়া করিছ ভীড়,
আমোদ-প্রমোদ-নিকেতনে।
জাপানী রঙীন ছিট্, জরীঝলমল শাড়ী,
নকল হীরার হার গলে,
রিম্‌লেস্ চশমায় কটাক্ষ জ্বলে ওঠে,
ঝুম্‌কো সে ঝিকিমিকি ঝলে।
'মরিসে'র পাদানীতে, পাথর বসানো জুতা
রাখিয়া ক্ষণিক, যাও ঢুকে।
সহসা দেখিতে পাই, গাড়ী রুখিয়াছে তব
ভিড়ে ট্রাম-রাস্তার মুখে।

২

নিমন্ত্রণের বাড়ী সজ্জা দেখাতে যাও
অলঙ্কারেতে ঝুঁকে পড়ে।
দামী সেন্টের শিশি উজাড় করিয়া দাও
গন্ধে আসর তোল ভ'রে।
রান্না ঘরের মাঝে হলুদে ছোপানো শাড়ী
ধোঁয়ায় ময়লা রং থাকে,

গাট্টাপাট্টারে গড়া বিলাতী 'ডলে'র মত
চকিতে সাজাও আপনাকে !
চেনার উপায় নাই, দেখিয়া স্বপ্ন জাগে,
স্বর্গে বেঁধেছ যেন বাসা !
সুখের পায়রা যেন, ফুটন্ত ফুল যেন,
দুঃখী জগতে যেন আশা !

৩

শোক নাই ? তাপ নাই ? সত্য কি সংসারে
তোমার অভাব নাই লাগি ?
পুত্র মানুষ হ'ল ? সুপাত্রে পড়ে মেয়ে ?
স্বামী সৌভাগ্যের ভাগী ?
শত কোটি দুর্দ্দশা বাংলা দেশের বুকে,
চিন্তায় চিরচঞ্চল,
বঙ্গভূমির কোলে মুক্ত বিহঙ্গম
হাস্য-উছল নারী দল,
সত্য কি তোমাদের অপূর্ণ সাধ নাই ?
না কি মনে নাই মায়া-লেশ ?
লজ্জিত হও না কো সজ্জিত হতে আজো !
অর্দ্ধ-নগ্ন সারা দেশ !

৪

বায়স্কোপের মাঝে মারাঠি সাজিয়া এসো,
ট্রামে চলো ভাটিয়ার মত,

-বিলাসে ও ন্যাকামিতে সস্তা হয়েছে যারা

স্বদেশী মেলায় ঘোরো জলছবিটির মত,
রামধনু-রং ঝরে কত।
লেকের ব্রীজেতে হাসো মেমের মতন হাসি,
মিঠে কলঝঙ্কার তার।
একেবারে সাধাসিধে বাঙ্‌লার মেয়ে হ'য়ে
আলো করো গঙ্গার ধার।
শিবের মতন বর পাবার লোভেতে দেখি
স্নান শেষে ভক্তি দারুণ।
রুজ-পমেটম নেই, লাল গরদের পাড়,
সে যেন মহান্ নবারুণ।

৫

সুন্দরী নগরীর ম্লানতম ফুট্‌পাথে
কাদা-গোলা জল চ'লে যায়,
ভরা ছেঁড়া হ্যাণ্ড্‌বিলে, পাতার ঠোঙায়, পীচে,
পোড়া বিঁড়ি, কলার খোসায়,
ঝাঁকা নিয়ে কুলী আসে, ছাতা নিয়ে বুড়ো আসে,
ছড়ি নিয়ে নবীন যুবক,
কেউ চেয়ে চেয়ে হাসে, কেউ গান গেয়ে ওঠে,
মজ্‌লিসে মস্‌গুল রক্।—
সেথায় কলেজ থেকে, রোদে-জলে হেঁটে যাও
গরু আর জনতার সনে।
সত্যি বল ত বোন, বড্ড কি ভালো লাগে?
বিশ্রী হয় না মোটে মনে?

৬

প্রোফেসর সাথে নিয়ে তোমরা ক্লাসেতে ঢোক,
বিলেতে কি তাই হয় না কি ?
চম্‌কে কি ওঠো কভু দিদিমা সুঁটকি ব'লে
পাশ থেকে কেউ গেলে ডাকি ?
হোষ্টেলে বাতায়নে চুল বাঁধিবার ক্ষণে
রাস্তায় দাঁড়াইলে কেহ,
দুর্জ্জন ব'লে তারে এক লহমারও তরে
কখনো কি জাগে সন্দেহ ?
কি জানি চলেছ কোথা, উল্কার বেগে ছুটে,
আমি কবি, তোমাদেরি ভাই,
মঙ্গলকামী ব'লে, শঙ্কা-ব্যাকুল চোখে
কাণ্ড দেখিয়া লিখে যাই।

৭

জলের কলসী নিয়ে, সিক্ত বসন প'রে
ঘাট থেকে কেন আস উঠে ?
'বাসী'র বিচার ফেলে শুক্‌নো কাপড়ে এলে,
জন্তু আসিত নাকো ছুটে।
আঁশবঁটিটার গায়ে আর কি নেই ক' ধার ?
জানোয়ার পার পেয়ে যায়।
দুর্ব্বল পুরুষের অঙ্কশায়িনী হ'য়ে
এখনো কি রবে নিরুপায় ?
পল্লীতে, নগরীতে, দুহিতা জাগিয়া ওঠো।
বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কবি কয়।

—বিলাসে ও ন্যাকামিতে সস্তা হয়েছে যারা
মিথ্যা দুর্গাপূজা, শক্তির আরাধনা,
নারী যদি নিদ্রিত রয়।

৮

আমাদের শৈশবে এ মূরতি দেখি নাই,
মহিমার দেখেছি বিকাশ।
ঘর-ঘরকর্ন্নায় দেখিয়াছি রমণীর
পূর্ণ সকল অভিলাষ।
বিদ্যা ও বুদ্ধির যে দীপ্তি দেখিয়াছি,
আজ তাহা মিলালো কোথায় ?
সুন্দর শিক্ষার যে মাধুরী হেরিয়াছি,
বিমুগ্ধ মন আজো তায়।
স্বাধীনতা-কাপ্ লাগি ঘোড়দৌড়ের রান্
নিয়ে যায় দূরতম দেশ।
তীক্ষ্ণ এ লেখনীর তীব্র এ কণ্ঠের,
বান্ধবী, রবে রবে রেশ।

৯

কোথায় সে মমতায় বিগলিত মুখখানি ?
কোথায় সে মায়া-ভরা মন ?
ভোরের আলোর মত স্নিগ্ধ সে রূপ কোথা ?
গুণ কোথা ফুলের মতন ?
এ যে দুপুরের রোদ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে,
ঝলসিয়া যায় দুই চোখ।

পল্লী ও নগরীতে গৃহদাহ ঘটাইতে
এ কি রূপসাধনার ঝোঁক ?
কাপুরুষ পুরুষের নারীদের স্পর্দ্ধায়,
অধীনের স্বাধীনতা লোভে,
ক্ষমা কোর প্রিয়সখী, কবি যদি কটু বলে
মরমের লজ্জায় ক্ষোভে।

১০

হাসি পায়, হাসি পায়। সত্যি ব্যাপার দেখে,
আমার ভীষণ হাসি পায়।
অভিভাবকের দল মেয়েদের ছেড়ে দিয়ে,
জেনে শুনে জাগিয়া ঘুমায়!
এ বড় গরীব দেশ, চাকরীতে, কারবারে,
রোজগার কত কষ্টের!
লেখাপড়া, নাচে, গানে, এতটুকু লাভ নেই।
শুধু পথ টাকা নষ্টের।
তবু সাজসজ্জার ধূম যেন বেড়ে চলে,
তবু আসে ফ্যাশানের বান্,
পথ নেই কোনোদিকে, ধ্বংসের অভিমুখে
।ই কি বিপুল অভিযান ?

১১

আমি ত' বলিয়া যাই, কে শুনিবে কথা মোর ?
কানে ত' যায় না কারো দেখি।

-বিলাসে ও ন্যাকামিতে সস্তা হয়েছে যারা
তবুও বেহায়াপনা আরো যেন বেড়ে যায়।
ওরা কয়, 'আরে, বলে এ কি ?'
ঠেলিয়া চলিয়া যায়, হাসিয়া গলিয়া যায়,
যা খুসি বলিয়া যায়, চ'লে।
থিয়েটারে সিনেমায় চকোলেট কিনে খায়,
হাসে ইন্-টার-ভ্যাল্ হ'লে।
বন্ধু বলিল মোরে, 'শুধু ব'সে দেখে যাও,
বুদ্ধিবিহীন তুমি অতি।
মলিন এ রাজধানী মধুর করেছে, জানি
বাধাহীন নারীর প্রগতি।'

১২

দীর্ঘ এ কবিতার প্রত্যেক অক্ষরে
জানো কত বেদনা আমার ?
কি গভীর দুঃখের ফল্গুপ্রবাহ, জানো,
তলে তলে করে হাহাকার ?
কবি আর শিল্পীর নারী যে ধ্যানের ধন !
স্বর্গ ও স্বপ্ন ও সুখ !—
সেই রমণীরে যদি সরম ভুলিতে দেখি
মন হয় তখনি বিমুখ।
লজ্জায় সচকিত দুর্ব্বোধ হ'য়ে ওঠো,
দুর্লভ হ'য়ে, হও জয়ী।
বিলাসে ও ন্যাকামিতে সস্তা হয়েছ যারা,—
তাদেরি ডাকিয়া শুধু কহি

নারীর লজ্জা

সত্যি কথা বল্‌লে, দেখি
তোমরা ভারী চটো,
তোমরা বেজায় চটো।
কোণটি ঠাসা করবে মোদের,
এই তোমাদের 'মটো',
সেইটি কেবল 'মটো'!
গলাবাজী, কলমবাজী,
তাইতে দেখি নিত্য রাজী,
আমরা খারাপ, আমরা পাজী
প্রমাণ করতে ছোটো!
একটু ঈষৎ স্পষ্ট কথায়
তিড়বিড়িয়ে ওঠো!

২

তোমরা নারী, নারীর লজ্জা
কাগজ খুলে পড়ো
আশা করিই পড়ো?
অপমানের কাঁটা গায়ে
বিঁধ্‌ছে না যে বড়ো?
লাগ্‌ছে না যে বড়ো?
দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে,
কলঙ্কদাগ নারীর নামে,

নারীর লজ্জা

কোথায় সভা ? ডাইনে বামে
কী আন্দোলন করো ?
সমাজচ্যুতা নির্য্যাতিতার
গৃহ কোথায় গড়ো ?

৩

পর্দ্দা ছিঁড়ে বেরিয়ে এলে
খোলা আকাশতলে,
বিপুল ধরাতলে।
দুঃখিনীদের কান্না কোথায়
ডুব্‌ল কোলাহলে,
গভীর কোলাহলে ?
নৃত্য, গীতি, শিল্পরেখা
অনেক বিদ্যা, অনেক লেখা
অনেক কিছুই হ'ল শেখা
পরিশ্রমের বলে।
ভুল্‌লে শুধুই, ব্যথা কোথায়
নারীর চোখের জলে।

৪

নয় কি তারা কেউ তোমাদের ?
মানুষ তারা নয় ?
গণ্য তারা নয় ?
দাসীর মতন ভাবো তাদের,
তাই ত' মনে হয়।
দেখেই মনে হয়।

কুশ্রী তারা, গরাব তারা,
ড্রইংরুমের নেই ইসারা,
মোটর বিলাস, সুরের ধারা,
বর্ণ-পরিচয়
নেই ব'লে কি, করবে তাদের
নারীত্বে সংশয় ?

৫

কী অসহায় তারা, তাদের
কি দুঃখে দিন কাটে,
কি কষ্টে দিন কাটে।
সীতা যেন বন্দিনী আজ
শত্রুপুরীর ঘাটে,
বিপজ্জনক ঘাটে।
একটি রাত্রে তাদের মাথায়
আজীবনের দুঃখ চাপায়
যে পশুদল,—বাড়ীর হাতায়
তোমার, যদি হাঁটে,
লাগাও চাবুক!—বোন্ যে তোমার
তেপান্তরের মাঠে।

৬

আমরা পুরুষ, ভালো কিছু
করতে গেলেও দোষ!
বল্‌তে গেলেও দোষ!

নারীর লজ্জা

সপ্তরথীর ছুট্‌বে তখন
শব্দভেদী রোষ,
ভ্রূকুঞ্চনের রোষ।
হিল্‌-উঁচু শু, স্কার্ট-শাড়ীতে,
ট্যাক্সী, বাসে, ট্রামগাড়ীতে,
মেমের সঙ্গে পাল্লা দিতে
দিল্‌ ত' দেখি খোস্‌।
পাটের ক্ষেতে কাঁদিস্‌ যারা,
নারীই তারা নোস্‌।

স্তাবকদলের বন্দনাতে
উচ্ছ্বসিত হিয়া,
গুঞ্জরিত হিয়া।—
নাগরিকায় পূজে তারা,
পল্লী বিসর্জ্জিয়া,
বিস্মরণে দিয়া।
তাই ব'লে কি, মহোৎসবে
তুমিও নিমজ্জিতই হবে?
নারী জাতির অগৌরবে
অমর্য্যাদা নিয়া
সজ্জা যদি লজ্জা না পায়,
ধিক্‌ প্রগতিপ্রিয়া।

আমারে দেখিতে চেয়েছে একটি মেয়ে

আমারে দেখিতে চেয়েছে একটি মেয়ে,
বন্ধু, তুমি যে হেসেই আকুল হ'লে।
এত অবজ্ঞা কোর না আমায় সখা,
বিধিপ্রদত্ত চেহারা বিশ্রী ব'লে।
আমারে দেখিতে চেয়েছে একটি মেয়ে,
নাকটা আমার না হয় বেজায় খাঁদা।
আমারে দেখিতে চেয়েছে একটি মেয়ে
বুদ্ধিতে আমি হলাম না হয় হাঁদা।
দীর্ঘ শ্মশ্রু দীর্ঘ গুম্ফ ঢাকা
জাম্বুবানের মতন চেহারাখানি,
নিজের জন্য লজ্জিত আমি নিজে,
তাহার উপরে বোল না কঠিন বাণী।

তবু প্রসাধন করি পাউডার মেখে,
তবু টেরী কাটি শণের মতন চুলে,
মেয়ে-কলেজের গাড়ী চ'লে গেলে পথে,
আশা করি, কেহ ভুলিবে চোখের ভুলে।
সহসা জীবনে শুনিনু প্রথম সখা,
আমারে দেখিতে চেয়েছে একটি মেয়ে।
পরণে তাহার জানি না কি রং শাড়ী,
জানি না সে দেখে কেমন করিয়া চেয়ে।

বন্ধু, শুনিবে দুঃখের কথা মম ?
সে মেয়েটি যে কে, আজিকে পেয়েছি টের।
দেখিবে না মোরে, একেবারে নেবে দেখে,
সে হ'ল শ্বাশুড়ী আমার ছোট মেয়ের।

যে নারীরে শ্রদ্ধা করি যে নারীরে ভালোবাসি

১

কাব্যবন্দনায় মোর তুমি কি ভেবেছ বন্ধু,
দেশে দেশান্তরে
আমি প্রেম ক'রে ফিরি ? বিমুগ্ধ হৃদয় নিয়ে
চলি রঙ্গ ক'রে ?
কোনো তরুতলচ্ছায়ে, কোনো নির্ঝরিণী তটে,
কোনো কুঞ্জবনে,
তরুণী তন্বীরা যত আমারে ঘিরিয়া বসে
মৃদু গুঞ্জরণে ?
সূর্য্য অস্তে চ'লে যায়, শুক্লরাত্রি ফুটে ওঠে
শালবীথি 'পরে,
প্রীতি-উচ্ছলিত বাণী গীতি-কাব্যে তুমি গেঁথে
অরণ্য-মর্ম্মরে ?

২

'আরো বলো, আরো বলো, আরো যে শুনিতে চাই,
আরো বলো কথা !'—
কলকণ্ঠে অনুরোধ, আঁখিপদ্মে সুকরুণ
কত চঞ্চলতা !
বিদায়-মুহূর্ত্ত আসে, ছলোছলো দু নয়নে
অশ্রু সুগভীর ?

বিচ্ছেদ-বেদনা-ক্লান্ত শূন্য তীর প'ড়ে থাকে
বন্য-তটিনীর ?
উপলব্যথিত গতি স্রোতোচ্ছ্বাসে শোনা যায়
ক্রন্দনের বাণী ?—
সেই স্বপ্ন দেখে তুমি কত কি কল্পনা কর,
জানি বন্ধু জানি।

৩

হে সখা, রেখো না ক্ষোভ, এ যুগের আধুনিকা
বরাঙ্গনা যত
স্মরণের যোগ্য মনে করে নাকো কবিদের
পূর্ব্বেকার মত।
ট্রামে, বাসে, ঘাটে, মাঠে, গিরিডিতে, আগ্রায়,
নীল সিন্ধুতীরে
জলাপাহাড়ের পথে, ত্রিকূটে কি হেহুয়ায়
দেখেও না ফিরে।
শুনিলে মোদের নাম রোমাঞ্চিত হয় নাকো
আনন্দ-আবেশে।
কবিদের অসম্মান, হায়, এ দেশের মত
আছে কোন্ দেশে ?

৪

কোনো দিন শুনি নাই, পড়িয়া আমার লেখা
কোনো উষাকালে

পূর্ব্ব-বাতায়নে বসি কোনো নারী ডুবিয়াছে
ঘনচিন্তাজালে।
সোনালী ও রাঙা মেঘ রৌদ্রে হইয়াছে লীন,
নিদ্রিত নগরী
ধীরে উঠিয়াছে জেগে, জনারণ্য দুলিয়াছে
কলকণ্ঠ ধরি।
বহুদূর-বনচ্ছায়া— মর্ম্মর, কাকলী তার,
তারি প্রতিচ্ছবি,
কিছু প্রেম, কিছু প্রীতি, গীতিমাল্যে গেঁথে তুলি,
অর্থহীন সবি!

৫

পুরুষ তাহারে কহি, রমণীর রূপশোভ
বাঁধিবে না যারে,
দলিয়া চলিয়া যেতে পারে, ললনার লোভ,
সত্য অহঙ্কারে,
উচ্ছলিত যৌবনের উদ্দাম গতিরে করে
সংযত সহজে,
মোহে নয়, আত্মজয়ে চলেছে জীবন যার
দেবত্বের খোঁজে,
জানে যে রূপের জ্যোতি আজ যা উঠিল ফুটে,
ম্লান হবে কালে,
আদরের মদিরতা, সোহাগ, আগত দিনে
যাবে অন্তরালে।

৬

শুধু একখানি বুকে একদিন দেবে ধরা,
এক শুভক্ষণে,
শুধু একখানি মালা দোলাইবে কণ্ঠে এক
জীবনে-মরণে,
শুধু এক হৃদয়ের প্রেম নিয়ে রবে ভোর,
কভু পথ ভুলে
দূর হতে দূরান্তরে ছুটে ছুটে চলিবে না
নদী কূলে কূলে।

আমাদের এ জীবন সেই পুরুষের নয়।
দিন হ'তে দিনে
ভাঙা হাটে হাটে ঘুরি বেলা শেষে চেয়ে দেখি
কি আনিনু কিনে?

৭

কাহারো খোঁপার গন্ধ, কাহারো শাড়ীর পাড়,
মাথার কাঁটাটি,
কিছু হাসি, কিছু লিপি, কিছু কথা, কিছু গান,
সেবা পরিপাটি।
হাজারো স্মৃতির চিহ্ন ভরিয়া রয়েছে মন,
তবু ব্যথাভরে
যে নারী করিল কবি, তারেই আহত করি
অকরুণ-করে।

যে নারীরে শ্রদ্ধা করি, যে নারীরে ভালোবা
তারি ত্রুটিকণা
তোমরা ভুলিয়ো বন্ধু, আমি কবি সুনির্ম্মম
কভু ভুলিব না!

৮

বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান, নিখিলের স্বপ্নজাল
রমণীয় নারী,
মহিমা চেয়েছি তার, চাই, শুভ্র যশ থাক্
অকলঙ্ক তারি!
বিলাসের স্রোতে তারে ভাসিয়া চলিতে দিলে,
হতভাগ্য দেশে
যতটুকু সুখশান্তি এখনো রয়েছে, বন্ধু,
মিলাবে নিমেষে।
তোমরা চলিয়া যাও, দিগন্ত মুখরি তোল,
স্তবগানে তার!
দেশের দুঃখের বাণী, আমার লেখনীমুখে
তুলিবে ঝঙ্কার।

৯

যে নারীরে শ্রদ্ধা করি, যে নারীরে ভালোবাসি
আজি ঝঞ্ঝাহত
তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে তারে প্রণমি, ভীষ্মের পায়ে
অর্জ্জুনের মত!

'দুর্গতিহারিণীরূপে দুর্গার মূরতি ধরো,
বরাভয় দানে !
রণচণ্ডীবেশে তব নৃত্যপরা দীপ্তি আজ
ভূমিকম্প আনে !
ভরিয়া সমস্ত দেশ হে নারী, রহস্যময়ী,
অপূর্ব্ব গৌরবে
আপন আসনে বসো, আমি ধন্য হব, দেবী
তুমি ধন্য হবে ।'—

* * *

এ কথা বলিয়া, বন্ধু, ঘা দিয়া ফিরেছি নারী
হৃদয়-তন্ত্রীতে !
এক সুপ্রভাতে, জানি, উচ্ছ্বসিত হব তারি
বিজয়-সঙ্গীতে !
আজ রূঢ় সত্যকথা, অসংযত চিত্র হেরি
হয়েছি অস্থির ।
প্রশংসা পাব না বন্ধু, লাঞ্ছনার নাম লব
'নারী-বিদ্বেষী'র ।

দুরদৃষ্ট

১

আমি জামার কলার দিছি দুমড়ায়ে,
হাফ্‌হাতা সার্ট পরেছি।
আমি কুড়ি টাকা দিয়া চশমা কিনিয়া
নাসিকা টিপিয়া ধরেছি।
মোর কোঁচা যে লুটায়ে বাধে পায়ে পায়ে,
সাদা স্যাণ্ডাল চরণে।
তবু যে মেয়েটি ট্রামে উঠিল, সে বামে
চাহিল না বাঁকা ধরণে।

২

আমি দেড়শো টাকার শাল জড়াইনু
সাতাশ টাকার কোটে গো,
মোর ক্যালিকো মিলের দামী মিহি ধুতি
জরীদার পাড় লোটে গো।
আমি সাপের ছালের পাম্প্‌শু পরিনু,
সোজা টেরী চুল চিরিয়া।
তবু যে মেয়েটি বাসে বসিয়া, এ পাশে
দেখিল না হায় ফিরিয়া।

৩

আমি সাহেব বাড়ীর স্যুট চড়াইনু
ফেল্টক্যাপ, সাজ মিলাতে।

আমি টপ্ টু বটম্ সাজিনু যে সাব্,
ঘুরিয়া আসিনু বিলাতে।
মোর মুখে সিগারেট্, খাঁটি ইংরাজী,—
বাংলা ভুলিনু ঝাঁ ক'রে।
তবু যে মেয়েটি ট্রেনে ওঠে জংশনে,
হেরিল না মোরে হাঁ ক'রে।

৪

আমি সামারকুলের শ্রাদ্ধ করিনু,
পুল্ওভার সারা পরিয়া,
আমি মোটর হাঁকায়ে, ঘাড়টি বাঁকায়ে
চাল দিনু শেষ করিয়া।
তবু হায় অদৃষ্ট! কারো অনিষ্ট
হল না প্রেমের ব্যাপারে!
আজ ভাগিরথীমুখো, নিয়ে খেলো হুঁকো
টানি, ঢেকে মাথা র‍্যাপারে।

কলেজের ছেলে কলেজের মেয়ে

কলেজের ছেলে, কলেজের মেয়ে, দিব্য আরামে থাকো।
তোমাদের দেখে ঈর্ষা করিলে, দুঃখিত হয়ো নাকো।
ভাবনাবিহীন দিবস-রাত্রি, খুসির আমেজে ভরা।
নূতন প্রেমের আভাষে রঙীন, স্বপন-মধুর ধরা।
নাহি ত চিন্তা অর্থের তরে, চ'লে আসে মাসে মাসে।
সন্ধ্যার ঝোঁকে উড়ে চ'লে যাও ডবল-ডেকার বাসে।
নগরীর যত সুখ
তোমাদের কৃপাদৃষ্টি লভিতে হয়ে আছে উন্মুখ।

সম্মুখে রয়েছে ভবিষ্যতের আলো-ঝলমল আশা।
রাজা বাদ্‌শার সম্ভাবনাই মনে বাঁধিয়াছে বাসা।
এখন পেয়েছ বাতাসে আকুল দক্ষিণ-খোলা ঘর,
সেরা দাম দিয়ে সেরা প্রসাধন করিছ অতঃপর।
ফার্পো, পেলিটি, চাঙোয়া, এবং চায়ের দোকান যত,
নিউ মার্কেট টকি, থিয়েটার, সবি করতলগত।
সখ ক'রে দল বেঁধে,
চলো বোটানিক্‌স্! সোদপুরে কারো বাগানেতে খাও রেঁধে

যে দিবসগুলি পেয়েছ আজিকে নির্ভাবনায় ঘিরে,
জমিদারী আর জজীয়তীতেও পাবে না তা আর ফিরে।
আমাদের দিন কাটিয়া গিয়াছে, তোমাদের দেখে কাঁদি।
তোমাদের দিন কেটে গেলে, সুর ধরিবে এমনি বাঁধি'।

অভিজ্ঞতার কষ্টি-পাথরে এ শিক্ষা হ'ল কসা,
বাঙালী জীবনে কলেজ লাইফ বৃহস্পতির দশা।
যতদিন বেঁচে রবে,
এমনটি সুখ, এতটা ফূর্তি, কখনো আর না হবে।

কত কি কিনিছ ছবি ও কাগজ, কত কি দেখিছ খেলা,
গড়ের মাঠের মত প্রাণ,—নাই সরিষা ফুলের মেলা।
টিনের দালানে, খড়ের কুটিরে, যে টাকা জমিয়া ওঠে,
ট্যাক্সি ও ট্রামে, প্রেজেণ্টেশনে, ভাই অপাত্রে লোটে।
ভালো আছ ব'লে হিংসা হ'লেও, দুঃখ ও বুকে জাগে,
দেহমনধন-অপচয় হেরি মরমে আঘাত লাগে।
বাঙালীর ছেলে মেয়ে,
তোমাদের পিতামাতার সঙ্গে দেশ আছে মুখ-চেয়ে!

দুলে দুলে আজ চ'লে যাও পথে, জীবনটা নয় দোলা।
অবহেলা ভরে ছড়াইয়া যাও চীনাবাদামের খোলা।
ধুতি শাড়ী আর পাদুকা-বাহার,—আহারেতে রাজকীয়,
বোহেমিয়ানের উচ্ছৃঙ্খল জীবন এতই প্রিয়?
যে দিন সাঙ্গ হবে পড়া, ট্রাঙ্ক, বাক্স, বেডিং সাথে,
চ'লে যেতে হবে, ফিরে যেতে হবে, মাটি ভরা আঙিনাতে।
ছাউনীতে ঠেকে মাথা,—
প্রাসাদ সমান হোষ্টেল স্মরি, ভিজিবে চোখের পাতা।

এই রাজধানী, এ তোমার নয়, অবাঙালী-দল-করে।
কি করেছ পণ তাহারে তোমার করিয়া আনার তরে?

যত প্রবাসীর হর্ম্ম্যমালায় তোমার আবাস চাপা।
সেই তাহাদেরি অধীনে তোমার ভিক্ষাপাত্র মাপা।
এ তোমার নয়,—তোমার কেবল রূপালী নদীর পারে,
শ্যাম-ছায়া ঢাকা গ্রামটি, ঝলে যা ভোরের অন্ধকারে।
দুঃখ ঘুচাতে তারো,
কলেজের ছেলে, কলেজের মেয়ে, বলো কি করিতে পারো?

ক্যালকেশিয়ান্

কথায় যাহারা তুবড়ি ছোটায়, হুজুগে যাহারা মাতে,
অফিসে খাটুনী ছাড়া, মেহনৎ সহে না যাদের ধাতে,
মুখে সিগারেট, চরণে লপেটা, দাঁড়াইয়া যায় ট্রামে,
ধোপ-দুরস্ত পাঞ্জাবি গায়ে, চায় দক্ষিণে বামে,
একলহমায় চিনিবে তাদের, দেখিতে শিখেছ যারা,
অদ্ভুত চীজ্—এ কলিকাতার 'ক্যালকেশিয়ান্' তারা।

বাঁকুড়া, বগুড়া, ঢাকা, কি কটক, পাটনা, চাটগাঁ, উলো,
যে দেশেরি হোক্ কেবল হলেই বাঙালী কতকগুলো,
এ সহরে কেনা বালাম চালের দানাটি পড়িলে পেটে,
ফট্‌কিরি দেওয়া কলের জলেই সব দোষ যাবে কেটে।
সেলুনের ক্লিপে মসৃণ ঘাড়, মুদ্দাফরাস পারা।
কলকাত্তাই ভাষা শিখে হবে 'ক্যালকেশিয়ান্' তারা।

দুলিয়া দুলিয়া চলিবে তখন হাসিবে মেয়েলি ধাঁজে,
ছাপা-শাড়ী পরা তরুণী হেরিলে, থামিবে পথেরি মাঝে।
গাঁয়ে যারা চলে মাথা নীচু ক'রে, হেথা যায় গায়ে ঢ'লে,
'ফরওয়ার্ড' মন, 'অনওয়ার্ড' গতি, 'ক্যালকেশিয়ান্' ব'লে।
চেনা যায় না কো কোনটা পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র কারা।
ধুতি ট্রাউজারে সকলে সমান, 'ক্যালকেশিয়ান্' তারা।

ঝুম্‌কো দোদুল দোলে, বুলবুল-কণ্ঠে আলাপ করে,
স্যাম্‌পুতে চুল রুক্ষ, বাতাসে মুখে উড়ে এসে পড়ে,

ক্যা ল কে শি য়া ন্

শাড়ীর পাড়ের রংএর ব্লাউস্, কান কেশ-পাশে ঢাকা,
চপ্পল চলে টেনে টেনে, যেন চলনই তাদের বাঁকা।
মুখপানে চেয়ে না দেখিলে রাগে, দেখিলেও রেগে সারা,
বন্ধুর সাথে চলে ফুটপাতে, 'ক্যালকেশিয়ান্' তারা।

সুতানুটি আর গোবিন্দপুরে যারা বেঁধেছিল বাসা,
কজন তাহারা? পনেরো লাখের জনতায় কোণঠাসা।
এলো মাড়োয়াড়ি, ভাটিয়া, উড়িয়া, বেহারী ও মাদ্রাজী,
এলো পাঞ্জাবী, এলো চীনাম্যান, লুটিয়া লইতে বাজী,
তাহাদেরি সাথে ভাঙি দুই হাতে সাতপুরুষের ধারা,
দেশ ছেড়ে যারা জমে গেল হেথা, 'ক্যালকেশিয়ান্' তারা।

গাঁয়ে ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলে না, ম্যালেরিয়া চলে নেচে,
আলোকোজ্জ্বল সিনেমার 'হল্' সে স্মৃতি মুছিয়া দেছে।
কে দেখে চণ্ডী-মণ্ডপ, আর কে রাখে কাহার ভিটা?
সাপ-ব্যাং-বিছে, কোনো ভয় নেই, ভালো চৌরঙ্গীটা।
চলো চাঙোয়ায়, সোডা ফাউন্টেন, মেট্রোয় পথহারা
হ'য়ে ঘুরে দেখো, ভিড় করে যারা, 'ক্যালকেশিয়ান্' তারা।

পতিত বাঙালী জাতি

তোমারে না যদি করি খোসামোদ,
'স্যার স্যার' নাহি বলি,
খাঁটি সরিষার তৈল আনিয়া
চরণে না দিই ডলি,
ধামাটি তোমার না ধরি দু-হাতে,
তুড়ি নাহি মারি হাই-তোলা সাথে,
না লাগাই ফাঁস জুতার ফিতাতে,
কসুরে না কাণ মলি,
তবে কি আমার আশা নাই আর ?
এম্‌নি কি ঘোর কলি ?

গুণের আদর নাহি কি বাঁদর,
কুষ্ঠিতে তব লেখা ?
নিজের নামের গুণকীর্ত্তন-
শ্রবণই কি হ'ল শেখা ?
শুনিবে কি শুধু—তুমি রাজালোক,
তুমি দরিদ্র অনাথপালক ।
যদিও কাঁদিছে ভিখারী বালক
নিয়ত দুয়ারে একা ।
সোনার গাধারে কে শিখাতে পারে ?
চলনই যে তার 'বেঁকা' ।

পতিত বাঙালী জাতি

আর কত কাল খুসির খেয়াল
চলিবে এমন ধারা ?
আর কত দিন বুদ্ধিবিহীন
ছুটিবে পাগল পারা ?
আফিসে আফিসে বড় বড় কাজে
রাষ্ট্রে, ধর্ম্মে, সভায়, সমাজে,
অযোগ্য জন যোগ্যের সাজে
হাসিবে তক্‌মা-মারা।
চরণ-লেহনে বড় যারা হ'ল,
গুণের কি জানে তারা ?

খাঁটি সরিষার সুরভি তোমার
রয়েছে জীবন ঘিরে,
আভূমি সেলাম, জানো তার দাম,
তাই তুমি চাও ফিরে।
তীর্থে, কর্ম্মে, বিদ্যায়তনে,
ব্যবসাক্ষেত্রে, নট-নিকেতনে,
লুটায়ে প্রণাম বিনয়ে যতনে
চলিছে দ্রুত ও ধীরে,
জন্মের শোধ সম্ভ্রম বোধ
ডোবে জাহ্নবী-নীরে।

উঠিল যে জন উচ্চ শিখরে,
মনে হয় কহি ডেকে,
কত তোষামোদ করেছ বন্ধু,
যৌবনকাল থেকে ?

অসি ও মসী

হাসি পায় নাই, তবুও হেসেছ
ভালোবাসো নাই, তবুও বেসেছ,
গুণগার দিয়ে সকলি ঠেসেছ
উপরিওলার টেঁকে!
আজ প্রয়োজন নাহি পুরাতন
সে কাহিনী উল্লেখে!

মিথ্যা শিক্ষা, মিথ্যা সাধনা
জাগিয়া দীর্ঘ রাতি,
অযোগ্যতার মোসাহেবী যবে
সার্থকতার সাথী!
মিথ্যা সত্য সাধুর জীবন,
মিথ্যা আত্মসম্মান-পণ,
সংযত বাণী, পবিত্র মন,
সচ্চরিত্র-খ্যাতি,
তোষামোদে যবে বাঁচে গৌরবে
পতিত বাঙালী জাতি!

ছুটিতে

বাঙালীরা আজ ছড়ায়ে পড়েছ
দেশ হ'তে আর দেশে !
চলে গেছ, যেথা সিন্ধু সুনীল
দিঙ্মণ্ডলে মেশে।
চ'লে গেছ, যেথা অভ্রের হার
ঢাকে দুর্গম শৃঙ্গ-তুষার,
চ'লে গেছ, যেথা নদী-মেখলার
রজত-দীপ্তি ঝলে।
দীর্ঘ শুভ্র মন্দির ছায়ে—
তীর্থ বেদীর তলে।

হাজারিবাগের কেনারি পাহাড়ে,
রাঁচী-মোরাবাদি-হিলে,
উশ্রীর পারে হরিতকী বনে
কাকলী ছড়ায়ে দিলে।
তাজমহলের চত্বর 'পরে,
দেখি তোমাদের লোক নাহি ধরে।
যাও জয়পুরে, রঙীন নগরে,
অম্বরে চল ছুটে।
ভাঙাগড়া-রাশি দেখ পাশাপাশি
কুতুবমিনারে উঠে।

অসি ও মসী

বৃন্দাবনের কূলে কূলে ঘোর
মধু-কাননের লোভে।
পুরী-তটে বসি দেখো ওঠে শশি,
রবি ডুবে যায় ক্ষোভে।
ষ্টিমারের ডেকে পদ্মার বুকে,
বদ্ধ তোমার আঁখি সম্মুখে,
ছল ছল জল হাসে কৌতুকে
গোয়ালন্দের ছবি—
মিলাইয়া গেছে। দখলে পেয়েছে
নদী নয়—ভৈরবী।

পথ হ'তে পথে, গ্রাম হ'তে গ্রামে,
দেশ হ'তে আর দেশে,
আমার বাঙালী চলেছ ছুটিয়া,
শরৎ এসেছে ভেসে।
তোমাদের হাসি, তোমাদের গান,
তোমাদের প্রীতি, তোমাদের প্রাণ,
নির্জ্জন-পুরে করিয়াছে দান
নব সুষমার ধারা।
চলে যবে যাবে, কাঁদিয়া শুধাবে
কোথায় কোথায় তারা ?

কোথায় সে শাড়ী রঙে ঝলমল ?
কোথা উচ্ছল বাণী ?
কোথা সুমধুর মায়াভরা সুর ?
বায়ু কবে, নাহি জানি।

কাঁদিবে বিন্ধ্য, বারাণসী-তীর,
মধুপুর, পুরী, কাঁদিবে গভীর
পল্লী কুটীর, তরু বনানীর
কাঁদিবে মোহের ঘোরে।
পেল রূপরস মহানগরীর,
ভুলিবে কেমন ক'রে ?

৬

৺মহাপূজা

পূজো এল তোমার কি তায় ? পূজো তোমার নয়।
আমার ত' ভাই পূজোর আমোদ মিথ্যে মনেই হয়।
মাত্র বারোদিনের ছুটি বেশী লোকেই পাবে।
বোনাস্‌ও নেই, কোন্ বিদেশে চেঞ্জে কোথায় যাবে ?
চারটি দিবস ছুটি কারুর, হয়ত তারি ফাঁকে
এক্সট্রা কাজের জন্যে আপিস যেতেই হবে তাকে।
পূজোর আমোদ করবে কখন ? দেখবে কখন চেয়ে
আপন দেশে এসে গেছেন গিরিরাজের মেয়ে।

ক্যানিংষ্ট্রীটে, ক্লাইভষ্ট্রীটে ঝন্‌ঝনিয়ে বাজে
টাকার তোড়া। তাদের দলে তোমায় দেখি না যে।
সার বেঁধে 'কার' দাঁড়ায় যেথায়, সেথায় তুমি নেই।
হারিয়ে গেছ হাওড়া ব্রিজে ভিড়েরি মধ্যেই।
কলেজষ্ট্রীটে কাঁচের কেসে পার্শী শাড়ীর ঝোঁকে
বন্ধু, দেখি দাঁড়িয়ে আছ অশ্রুভরা চোখে।
ছেলের কাপড়, মেয়ের জামা এবার হবে না ত'।
পারো যদি, চৌমাথাতে হাত দুখানি পাতো।

একটি কড়াও পড়বে নাকো, দুপাশ দিয়ে ঘেঁসে
ফুলবাবুরা এগিয়ে যাবে গল্প ক'রে হেসে।
কলেজ তাদের বন্ধ হ'ল, ফূর্ত্তি তাদের ভারী।
বড়লোকের মোটর যাবে, যাবে ফীটনগাড়ী।

তুমি থাকো অন্ধকূপে, ভাঙা বাড়ীর কোণে।
তোমার কথা এমন দিনে পড়বে বা কার মনে?
ক'জন আছ? সংখ্যাবিহীন? নিজের হাতেই রাঁধো?
রুগ্ন বধুর সেবা করো, পুজোর দিনে কাঁদো?

কন্‌সেশনের লোভে যারা দিগ্বিদিকে ধায়
তাদের দলে ভিড়বে? আছে রয়েল ক্লাসই হায়!
বেরিয়ে এলে কেন হঠাৎ? বেরিবেরির চাপে?
লাঠি-লোটা-গাঁজার গন্ধ খৈনিতে প্রাণ যাবে!
তবুও যদি বেঁচেই থাকো, বোঁচকা বেডিং নিয়ে
শেষটা যদি উঠতে পারো গিরিডিতেই গিয়ে,
খবর শুনলে ভয় পেয়ো না, একশো জনের আয়ু
ঐ বাড়ীতেই ফুরিয়ে গেছে! চম্‌কে গেল স্নায়ু?

করবে কি আর? ঐ টাকাতে কোথায় ভালো বাড়ী?
সারতে হবে! সন্ধ্যে হ'ল, বেরোও তাড়াতাড়ি।
মাঠের শেষে সূর্য্য ডোবে, উস্রি নদী বাঁকে,
হর্ত্তুকী-বন পায়ে-চলার পথের ছবি আঁকে,
দূরে পুজোর বাজনা বাজে, সার বেঁধে যায় মেয়ে।
তোমার ছেলে খেলে বেড়ায় বালির পরশ পেয়ে।
ঝির্‌ঝিরে ঐ নদীর বুকে কান্না কিসের জাগে?
সেরে তোমার নিতেই হবে বারো দিনের আগে।

গিন্নী তোমার জোর পেলে কই? চলতে গেলে ভাবে?
দিন সাতেকের ছুটি কি আর কোনোক্রমেই পাবে?
চাকরী যাবে? ফিরেই চল! রেখেই না হয় যাও!

এমনি ফেলে চলল সবাই। বাঁচতে যদি চাও
এ ছাড়া আর উপায় কি আর? 'দয়াল'কে কি চেনো?
এমন দিনে সেই অজানার নামটি মনে এনো।
মেয়ে তোমার দাঁড়িয়ে থাকুক, পত্নী দেখুক চেয়ে,
এগিয়ে চলো। ঝরুক না জল গাল ছুখানি বেয়ে।

ট্রেন চলেছে। রুক্ষমাঠে শাল পিয়ালের বনে
চেয়েই আছ। কোন্ ছবিটি জাগছে তোমার মনে?
রুগ্ন পরিবারের স্মৃতি? ক্লান্ত করুণ দিঠি?
বন্ধু, তোমায় ছাড়তে হবে সেন্টিমেণ্টালিটি।
যেথায় বিপুল সমারোহে চলছে বেচা কেনা,
সেথায় মোরা কেরাণী দল বাড়িয়ে চলি দেনা,
মলিন মুখে চেয়ে থাকি পরাজয়ের ঘোরে,
পূজোর দিনে ভুলের বোঝা ভুলব কেমন ক'রে?

সেই গিরিডি—শেলেট নদী, পড়বে মনে সবি,
জাগবে মেঘচ্ছায়ার মতন পরেশনাথের ছবি,
কালো চাদর বিছিয়ে আছে হাজারিবাগ রোডে;—
সেসব কথার আলোচনা চলচে না ত বোর্ডে।
ডিরেক্টররা ব্যস্ত ভারী, হিসাবপত্র নিয়ে,
আনো লেজার, বাঁধো ফাইল, শরীর ভেঙে দিয়ে।
হঠাৎ তোমার ডাক পড়েছে। কাঁপছ কেন অত?
রিডাক্শনে নাম উঠেছে। বেলা এখন কত?

অন্ধকার কি দেখছ চোখে? সন্ধ্যে নয়কো মোটে।
এই ত সবে চারটে। একটু দাঁড়াও দেখি হু'টে—

৺ মহাপূজা

জুতোর তলায় ও কি কাগজ ? মাথায় ঠেকাচ্ছ যে ?
লালকালীতে শ্রীদুর্গা নাম ? মিথ্যে হ'ল ও যে।
সেই বেটি কি করলে দয়া ? তারি পূজোর নামে
আনন্দে বুক কাঁপে তোমার, শরীর তোমার ঘামে।
লক্ষ চোখের জল ঝরে যে,—মনে কি সুখ হয় ?
যাদের পূজো তাদের পূজো, তোমার আমার নয়।

কুৎসিৎ কুৎসা

কুৎসিৎ কুৎসার উৎস-ভূমি
জুজুৎসু প্যাঁচে কাৎ করিবে তুমি ?
ব্যর্থ সে অভিযান, চেষ্টা মিছে।
কুৎসা মহোৎসাহে উচ্ছ্বসিছে।

চরিত্র-বলে তুমি অপরাজেয় ?
কুৎসা করিয়া দিবে ঘৃণ্য, হেয় !
মিথ্যার পশরায় মুখে ও মুখে,
পত্রিকা মারফৎ চলিছে সুখে
কুৎসার কারবার, তারিফ করো !
আক্রমণেই তার হবে যে বড় !

বন্দিত জনই হয় নিন্দিত যে !
কুৎসা চলে না হীন-জনেরি খোঁজে !
উঁচু মাথা নীচু করা কারচুপি তার !
অন্যায় আদালতে বিশ্রী বিচার !
ধন্য গো ধন্য সে, জীবন-পথে
কুৎসা এসেছে যার সঙ্গী হ'তে !

ঝঞ্ঝার অবসানে রৌদ্র-করে
ঝলিবে মহত্তম গর্ব্ব-ভরে।

কুৎসিৎ কুৎসা

বিষাক্ত নিঃশ্বাসে পড়িবে ঢ'লে
অযোগ্য, চলে যেবা যোগ্য ব'লে।

কুৎসার জুৎসই উৎবেতে
দুর্ভাগা সারা দেশ উঠেছে মেতে।
জলবিছুটির পাতা রঙ্গে চুমি,
কুৎসা মুখর ক'রে বঙ্গ ভূমি।

সুন্দরী, নিখিলের বন্দনীয়া,
পয়ঃপ্রণালী থেকে গন্ধ নিয়া,
এসো পল্লীর যত বখাটে দলে,
পঞ্চায়েতের পাশে, মফঃস্বলে,
সহরের আখড়াতে, আড্ডা-ঘরে,
চায়ের দোকানী ডাকে সমস্বরে,
বারলাইব্রেরী আর মিশনে, ট্রামে,
কুৎসা, তোমারে চাহে ডাহিনে বামে।

পষ্ট কথায় এসো লোকের মুখে,
ইঙ্গিতে এসো সখী, বইয়ের বুকে,
চোখ-ইসারায় এসো তৃপ্তি দিতে,
অভিজাত-ঘরে এসো চাপা হাসিতে।

শিক্ষিত জনগণ জাগিয়া ওঠে,
দিনে দিনে মান তব ধূলিতে লোটে।

অসি ও মসী

আসিছে এমন কাল বাংলা দেশে,
তোমারে চলিতে হবে পথের শেষে।

রুচি-পরিবর্ত্তনে সকলকারি
উৎসাহ, কুৎসার দমিবে ভারী!
সেই শুভ-প্রত্যূষে দীপ্ত-রবি
দেখিবার আগ্রহে, ব্যস্ত কবি।

অসময়

(দুপুরে)

স্বামী—নাইস্ খোঁপাটি, সখি, নাইস্ খোঁপা!
স্ত্রী—এখন ন্যাকরা রাখো, এসেছে ধোপা।
স্বা—ঝুম্‌কো দোদুল দোলে, প্যাটার্ন ভালো!
স্ত্রী—দু দিনে কাপড় জামা হ'ল কী কালো!
স্বা—চূর্ণ-অলক ওড়ে ললাট ঘিরে।
স্ত্রী—দিলুম নতুন শাড়ী, হারাবি কি রে?
স্বা—গতির ভঙ্গিমাটি ছন্দ যেন!
স্ত্রী—ভর্ত্তি দুপুর বেলা রঙ্গ কেন?

(রাত্রে)

স্ত্রী—রাত যে অনেক হ'ল, শোবে না না-কি?
স্বা—সায়েব দিয়েছে কাজ, চুকিয়ে রাখি!
স্ত্রী—আকাশে উঠেছে চাঁদ ছবির মত!
স্বা—কোথায় লিখেছে কী যে! মুখ্যু যত!
স্ত্রী—বসেছ সন্ধ্যে থেকে। হয় নি সারা?
স্বা—এখনো ন-পাতা বাকী! যাব যে মারা।
স্ত্রী—মিষ্টি হাওয়াটি! পাতি শীতল-পাটি!
স্বা—ঐ যাঃ, করেছি ভুল! হয়েছে মাটি!

৭

রোগা হওয়ার মুষ্টিযোগ

বাংলা দেশের ধনী লেখক
জগচ্চন্দ্র খাস্তগীর
ভীষণ রকম যত্ন যখন
নিতে লাগলেন স্বাস্থ্যটির,
তখন হঠাৎ বেড়ে গেল
বেড়টি তাঁহার উদরের,
মূর্ত্তিটি তাঁর হ'ল ক্রমে
চলন্ত এক ভূধরের।
অন্ন করলেন পরিত্যজ্য,
দুটি বেলায় পাঁচখানি
রুটি খেয়েও, কম্‌ল না তার
বুকের পেটের খাঁজখানি।

ফল দিলে না এক্সারসাইজ,
মুগুরে ডন বঠ্‌কীতে,
ফল দিলে না ফলাহারেও,
শেষকালে এক ঘট্‌কীতে,
ঘট্‌কী ব'লে তুচ্ছ নয় সে,
ভীষণ পাড়া-বেড়ানী,—
বললে, 'বাবু রোগা হবেন?
হোন্ না কেন কেরাণী?

রোগা হওয়ার মুষ্টিযোগ

দশটা পাঁচটা খাট্‌তে হ'লেই
আপ্‌সে যাবেন চুপ্‌সে যে !'
মেয়ের বাপের দশা দেখে
জ্ঞান পেয়েছে খুব সে যে !

জগচ্চন্দ্র ভাবলেন মনে
যুক্তিটা খুব মন্দ না !
সত্যি রোগা হ'তে পারলেই
সফল হবে যন্ত্রণা !
কাজ হ'ল তাঁর লেখা তখন—
Being given to understand !
হঠাৎ চাকরি দিয়ে ফেললে
দিশি আপিস্, থাণ্ডার ব্র্যাণ্ড !
এককড়ি তার ছোটবাবু,
ব'লে ফেললে জোড়হস্তে—
'কবির সঙ্গে আলাপ, ভাগ্য !
গুড্‌মর্নিং, না, নমস্তে !'
ভেবেছিল, বাবুর সঙ্গে
যাবে বোধ হয় মাছ ধর্ত্তে !
বদ্‌লে গেল, শুন্‌লে যখন
এসেছে সে কাজ কর্ত্তে !

বড়বাবু চাকরি দিলেন,
ছোটবাবু বধ করে,
প্রতি-নমস্কার না ক'রে
এখন কেবল নড্ করে !

অসি ও মসী

হুকুম করে, ভুল ধরে সে,
অপমানের চূড়ান্ত !
অফিস সুদ্ধ সকলকারি
বাপান্ত আর খুড়ান্ত !

তৈলদানে কেদারাসীন,
কণ্ঠে দারুণ রুক্ষতা,
সাহেব সেজে, চীৎকারে, সে
চায় ঢাকিতে মুর্খতা !
আইন করে, ফাইন করে,
বলে, 'সবাই সিধা হও !'
লেখক জগচ্চন্দ্র বলেন,
'হে ধরণী দ্বিধা হও।'

দিনে দিনে সাহিত্যিকের
মজ্জা ও মেদ শুকুচ্ছে !
তাড়া লাগায় সাব্-অফিসার
দগ্ধ বদন মুখুয্যে !
এণ্ট্রেন্স কোর্স, চরিয়ে বেড়ায়
গণ্ডাচারেক বি-এ পাস !
বলে, 'মশায়, লেখা পড়া
শিখলেন বুঝি দিয়ে ঘাস ?
তিরিশ বছর করছি চাকরি,
কাজে সবার ঠাকুর্দ্দা।'
দগ্ধ বদন, বাড়ীটা তার
ঝাঁকড়দা না মাকড়দা !

রোগা হওয়ার মুক্তিযোগ

বড় বাবুর ভাইপো এবং
ভাগ্নে এবং শ্যালকরা,
বোনাই এবং বেহাই এবং
গ্রামের যত বালকরা,
অফিস ছেয়ে ব'সে আছে—
পারিবারিক দপ্তরে,
বড়বাবুই মালিক যখন,
বলবে কে কি খপ্ ক'রে ?
বঙ্গভূমি নিত্য সহে
মামার বাড়ীর আহ্লাদই !
সস্তা হেথায় উল্টো-গণেশ,
সস্তা হেথায় লালবাতি !
জগচ্চন্দ্র দেখেন, এবং
ফেলেন শুধু নিঃশ্বাসই !
ভাবেন, সারা ভারতবর্ষে
নেই কি বেশী বিশ্বাসী ?

নির্ভরতার নেই তুলনা,
আমরা ভাবি সকলকে
পরম সাধু ! খোঁজাখুজির
সইতে যাবে ধকল্ কে ?
বাঙালী আর অবাঙালী,
সবাই মিলে ভাগ ক'রে
কলকাতাকে ঠকিয়ে নিলে,
আমরা ব'সে, রাগ ক'রে !

অ সি ও ম সী

এই ধরণের প্রবন্ধ এক
জগচ্চন্দ্র যান লিখে।
একাগ্র তাঁর মনটি তখন,
মগ্ন যেন আহ্নিকে।

দগ্ধবদন দেখে ফেলে,
এককড়িকে দেয় খবর।
বৃদ্ধ ঘুঘু, কাল্পপ্যাঁচারা,
ভাবে, ব্যাপার বেশ জবর।
পরের চাকরী গেলে, খুসি
হয় না বলো কোন্ জনা?
দেখতে সবাই ছুটল শ্রীমান্
জগচ্চন্দ্রের গঞ্জনা।
'ছোট সাহেব ডাকছে' নয়ক',
'সেলাম দিয়া' পিয়নটা
বললে যখন, ভাবেন জগৎ
যায় যদি যাক্ জীবনটা!

আজকে সোজা স্পষ্টকথা,
দশটা আটটা ঠায় খাটা,
রবিবারেও আসা, কামাই
হ'লেই, যে রোজ যায় কাটা,
এমন চাকরী নাইবা থাকুক,
ফ্যাক্টরী-রুল চলবে না!
কুলীর চেয়েও বেহদ্দ কাজ!
কেউ ত' কিছু বলবে না!

রোগা হওয়ার মুষ্টিযোগ

ছোট সাহেব বললে, 'মশায়,
ডিসিপ্লিনটা শিখুন গে।
গদ্য পদ্য লিখতে হয়ত'
বাড়ী গিয়েই লিখুন গে।'

জগচ্চন্দ্র বললে, 'ওহে
ছোকরা, তুমি নিতান্ত
ফাজিল দেখি, দুঃশাসনে
আমি তোমার কৃতান্ত।'
সবাই হঠাৎ চমকে ওঠে।
ছাড়বে ও আজ চেয়ার কি?
প্রবলপ্রতাপ ছোটবাবুর
সঙ্গে চালায় 'এয়ারকি'!
জগচ্চন্দ্র ব'লেই চলেন,
'রইল দোয়াত, কলম নাও।
গাঁট্টা দিয়ে করছি ক্ষত,
ধীরে সুস্থে মলম দাও।

'গরীব মারা, দুঃস্থ
তাদের ওপর চাপ-মারা?
শাস্তি তারি রইল তোলা
গর্দ্দভস্য ছাপমারা!'
এই না ব'লে, তুল্‌কি চালে
বেরিয়ে গেলেন ফূর্ত্তিতে।
আজকে তিনি হাল্‌কা মানুষ,
ছিপ্‌ছিপে এক মূর্ত্তিতে।

অসি ও মসী

(নীতিবাক্য)

চর্ব্বিভরা অঙ্গ যাদের,
কষ্ট ক'রেই চল্‌তে হয়,
ক্লার্ক সাজে ত' 'হস্তীমার্কা'
একটি মাসেই 'শল্‌তে' হয়!

শিক্ষ

লাল ভেলভেট্‌-মোড়া কুশন চেয়ারখানি
রিজার্ভ করিয়াছিনু আগে,
ওমেগা চলিতেছিল কারেক্ট টাইম রেখে,
দেখিনু কতক্ষণ লাগে,—
বালীগঞ্জ প্লেস্‌ হ'তে, আমার ফিয়্যাট্‌ কারে
মেট্রোয়।—দশটি মিনিট।
অনেক সময় আছে।—বন্ধু হঠাৎ এল,
এবারে সে হয়েছে 'ডি-লিট্‌'।
বলিল, 'নাই বা গেলে, এমন সন্ধ্যাবেলা
এসো না গল্প করি ব'সে।'
কহিনু, 'কাল্‌কে হবে, গ্রেট জীগ্‌ফীল্ড্‌ ছেড়ে
ডুবিতে চাহি না আফ্‌শোষে।'

পিসিমা বলেন, 'ওরে, আমাকে পৌঁছে দিবি
শাল্‌কে দেওরপোর বাড়ী?
খবর পেলুম, তার সব-ছোট ছেলেটার
অসুখ করেছে নাকি ভারী।'
কহিনু, 'আজকে নয়, রয়েছে ভীষণ তাড়া,
কাল কি পরশু যেতে পারো।
আমার সোফার নেই, নিজেই হাঁকাতে হবে,
কে যেন পড়েছে আজ তারো।'

অসি ও মসী

'হ্যাল্লো মজুমদার' হঠাৎ ফোনেতে ডাক
যার, মনোলোভা রূপ তার,
"বাড়ীতে থাকুন ব'সে, এখনি আসছি আমি"
গলা মিস্ শোভা গুপ্তার।

সন্ধ্যা কাটিয়া গেল বৃথাই আশায় চাহি,
এলো না ত' ক্যাডিলাক্‌খানা।
নিজেই করিনু রিং, শুনিনু, বাহিরে গেছে
কোথায়, কারুরি নেই জানা।

বন্ধু চলিয়া গেল লাহোরে পরের দিন,
গল্প হ'ল না আর সারা।
পিসিমা খবর পেলে, দেওরপোটির ছেলে
হঠাৎ সকালে গেছে মারা।
টিকিট কিনেও কাল দেখা যে হ'ল না ছবি,
দুঃখে বলিনু তা-ই ফোনে,
"এপলজাইস্।" "প্লীজ্" শুনিনু ওধার থেকে,
"মোটেই ছিল না মোর মনে।"

'যান্ নি ভালোই হ'ল। 'স্যাভেজ ইণ্ডিয়ান'
তাইতে বলছে কোনো মেয়ে,
পরনে বলতে গেলে যাদের কিছুই নেই,
তারাই যায় যে নেচে গেয়ে!
ফিপ্‌টি ল্যাক্‌স্‌ই যারা বছরে আদায় করে,
তারাই ফিরিয়ে দেবে গালি?
লজ্জাহীনার শেষ, তাদেরি সভ্য বলি।
তাদেরি তারিফ করি খালি।'

তখন ভাব্‌তে বসি, বাংলাদেশের মেয়ে,
যতই বাচাল হোক্ না সে,
তবুও অনেক ভালো, নকল করতে গিয়ে
মাত্র বিপদ নিয়ে আসে।

চাকুরীগতপ্রাণ

কারবার করা ? আরে রাম রাম।
কারবারীদের খাতির আছে ?
ঘুরে ঘুরে মরো, খোসামোদ করো
রাম-শ্যাম-যত্নু-মধুর কাছে।
রোদে পোড়, শীতে কাঁপো, জলে ভেজো,
পাওনা টাকার তাগাদা ক'রে।
কোনো মাসে এলো ছশো, কোনো মাসে
হাপিত্যেশেই রইলে প'ড়ে।
কোনো মাসে ভোজ, কোনো মাসে 'কচু'।
ওঠা আর পড়া লেগেই আছে।
বেশী দেনা হ'লে জেলে যেতে হবে,
পালিয়ে বেড়াও, ধরে বা পাছে।

তার চেয়ে ভালো বাঁধা-মাইনেটি,
সোনায় সোহাগা, বেশীই হ'লে!
কমই যদি হয়, তবুও তা ভালো,
ফিক্সড্ ইন্‌কাম কমে না ব'লে!
মাথার ওপরে পাখা ঘোরে, জ্বলে
দিনের বেলাতে বিজলী-আলো।
সিঁড়ি-ভাঙা নেই, 'বেল' দিলে লিফ্‌ট
তুলে দেয়, কার না লাগে ভালো ?

চা কু রী গ ত প্রা ণ

'ঘণ্টি' মারিলে বয় ছুটে আসে,
করো ফরমাস্, যে যত পারো ;
বাড়ীতে বেয়ারা নেই যার, দেখ
হুকুম করার কায়দা তারও ।
কাগজ, কলম, পেন্সিল, নিব,
পিন্, ক্লিপ, কালী, চাইলে পাবে ।
খস্‌খস্-ঢাকা ঠাণ্ডা ঘরটি,
গরমের দিনে কোথায় যাবে ?
কামাই করিলে চটে বড়বাবু,
কাজে ভুল হ'লে 'বস্' যে রাগে,
হয়ত' খিঁচোয়, চ'লে যেতে বলে,—
ক্রমে স'য়ে যায়, কিছু না লাগে ।
মাস গেলে পাও বাঁধা মাইনেটি,
করো বাবুয়ানী, 'সায়েব' সাজো ।
কড়া কথা যদি সহিতে না পারো,
করো সরকারী, বাসন মাজো ।
স'য়ে যদি যাও, তৈল খরচ
ক'রে যদি যাও, সবুরে ফলে
মেওয়া কি রকম । দেখে নিয়ো দাদা,
বাড়ী করা হয়, গাড়ীও চলে ।
বাঁধা-মাইনের সাধা যে আরাম,
হাঁদাগুলো তারে পালায় ছেড়ে,
'গোলামী কখনো করব না' ব'লে
খোলে মণিহারী দোকান তেড়ে ।
চাকরী করার খাতির আলাদা
জজ হতে ক্ষুদে কেরাণীটার

অসি ও মসী

গোত্র যে এক,—সবাই চাকর!
স্বাধীন থাকার জ্বালা দেদায়!
গৃহিণী বলেন, 'পোয়েডান্স' যাব,
লেক্ দেখালে না, হ'ল না কাশী!
বন্ধুরা চায় সাব্‌স্ক্রিপশন্,
নাতি দেখাতে যে এসেছে মাসী!
ছেলের ভাতেতে ভোজ দিতে হবে,
'চেঞ্জে' যাবারো খরচ আছে!
সিগারেট খাওয়া একলা হয় না,
দিতে হয়, কেউ থাকিলে কাছে!
ট্রাম-বাস-ভাড়া, আইবুড়ো-ভাত,
ঝি-রাঁধুনীদের মাইনে গোণা,
পাঞ্জাবি করা, ডাইংক্লিনিং,
কম দামে কেনা পুরোন সোনা,—
হাজার রকম ব্যয় যে রয়েছে,
ডালভাত খাওয়া দুবেলা ছাড়া!
ঘরে ও বাহিরে তাগাদা, চলেছে,
চা জলখাবার রোগের তাড়া!
বাকী ফেলা চলে, দেনা পাওয়া চলে,
শুধু মাইনেটি থাকিলে বাঁধা!
তুমি যে বাঙালী, জন্ম-চাকর,
অবাঙালী ভূত নও ত' দাদা।
তাদের ত' নাম-করণ করেছ
ড়কারান্তের নানান্ ঢঙে।
'চাকরী-চাকরী' কর জপমালা,
দুনিয়া হেরিবে নতুন রঙে।

সম্পাদকেষু

বন্ধু, তুমি ত' পুরানো জার্নালিষ্ট!
নতুন যুগের খবর রেখেছ কোনো?
এসেছি গ্র্যাটিস্ দিতে যে এড্ভাইস্,
লক্ষ্মীছেলের মতন বসিয়া শোনো।

সহজে কি চাও কিস্তি করিতে মাৎ?
খিস্তি খেউড় জোর্সে চালাও তবে!
হ্যারিসন রোডে হকার হাঁকুক্ তেড়ে,
হট্-কেক্ সম কাগজ বিক্রী হবে।

বানিয়ে বানিয়ে কুৎসা রটনা করো,
কে কবে কোথায় কি করে রাত্রিকালে,
সজ্জন দেবে মুখ-বন্ধের টাকা,
দুর্জ্জন ধরা পড়িবে চক্রজালে।

জনসাধারণ মুগ্ধ হইবে দেখে
সত্য-প্রকাশে অদ্ভুত তব মতি,
পড়ো যদি কভু ডিফামেশনের দায়ে,
'ক্ষমাপ্রার্থনা' আছে অগতির গতি।

হান্টার খাও, প্রাণটা ত' যাবে নাকো,
ভদ্রসমাজে অচল না হয় হ'লে,
কুটুম্ব যদি ঘৃণায় ফেরায় মুখ,
ক্ষতি কি, বন্ধু? কাগজ ত' যাবে চ'লে

অসি ও মসী

এসেছি বহুৎ ঘরের খবর নিয়ে,
জানি, কায়দায় ফেলিব কাহারে কিসে।
কিছু না করো ত', দেবদেবী নিয়ে টানো,
হাস্য মিশাও অহিন্দু সনে মিশে।

ভাতুড়ী, লাহিড়ী, চৌধুরীদের ধ'রে
ছিনিমিনি খেল খেয়ালখুশিতে তোফা
গ্রেটাগার্বোর হাই-তোলা নিয়ে লেখো,
আলোচ্য কর কাননবালার খোঁপা।

গালাগালি দাও, গালাগালি খাও ক'সে,
দন্তপংক্তি বিকশিত ক'রে হাসো,
বংশধরের পরকাল দাও খেয়ে,
সুপরামর্শ আশা করি ভালবাসো ?

স্বদেশী

সাবাস্ মোদের বাঙ্গালী জাত।
সেন্টিমেণ্টে ভরা।
ঠকাও দেশের সেবার নামে,
পড়বে না কেউ ধরা।
কাঁঠাল ভাঙো পরের মাথায়,
পরের টাকা লুটে
পকেট ভারী করো শালা-
ভগ্নীপতি জুটে।
বাগান করো, বাড়ী করো,
বেড়াও গাড়ী চ'ড়ে।
চক্ষুদানের কার্য্য চালাও
কম্বিনেশন ক'রে।

পোষ্য তোমার চরণ চাটে,
তৈল লাগায় পায়ে,
গদীওলা কেদারা দাও,
চাকর রাখো বাঁয়ে,
আঙুল ফুলে হোক্ কলাগাছ,
দুনিয়া দেখুক সরা,
দেশের টাকায় মালিক তুমি,
তুচ্ছ বসুন্ধরা।
মুখপোড়াকে 'চন্দ্রবদন',
এককড়িকে বলো
বড্ড দামী, দেশের টাকায়
মাইনে গুণে চলো।

অসি ও মসী

মোসাহেবে পূর্ণ যে ঘর,
সবাই বলে 'প্রভু'।
'মূর্খ' তোমায় বল্‌লে আমি,
জ্ঞান হবে কি তবু?
আপন ব্যবসা চালিয়ে যাবে
চরিয়ে যত বোকা,
বাংলাদেশের লোকগুলোকে
সহজ দেওয়া ধোঁকা।
সেন্টিমেন্টে ঘা দিয়েছ,
'দেশের সেবা করো!'
সত্যি বাঁচে বাঙালী জাত,
তোমরা যদি সরো।

'স্বদেশী' নাম শুনলে যে আজ,
ঘেন্না জেগে ওঠে।
সারা দেশের নিন্দা, ক'টি
জুয়াচোরের চোটে।
মান্যহানির আশঙ্কা নেই,
নেইকো জেলের ভয়।
লুট্‌ছে টাকা, দিচ্ছে ফাঁকি,
আর কতদিন সয়?
বিজ্ঞাপনের প্রলোভনে
জার্নালিজ্‌ম্ বাঁধা।
মনের সুখে বনের শেয়াল
সাজ্‌ছে সোনার গাধা।

নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি

কি করবে ? বসে আছ ?
বদ্‌লাও লেন্স,
দৃষ্টি আস্থক। খোল
ইন্‌সিওরেন্স।
ছুইটি হাজার নিয়ে
খুলবে আপিস।
ছুমাসে দেখবে, করে
লোক গিস্‌গিস্‌।
ছুলাখ জুটিয়ে নিয়ে
জ্বালো বাতি লাল।
এই পথ ধরে হীরা-
লাল সাদিলাল।

সার্ভিস-বুরো খোলো,
এন্‌ট্রি-ফীএ
বড়লোক হও। ওঠো
লণ্ড্রি নিয়ে।
সাবান শিক্ষা দাও,
হোমিওপ্যাথীর
ডিগ্রী বিলাও, নিয়ে
নোটই মোটা ফীর।

অসি ও মসী

ভেজাল ঘৃত ও তেল,
জলীয় গো-দুধ,
মাদুলী, কবচ, বেরি-
বেরির ওষুধ,
যা খুসি চালাও, নাও
এজেন্সী ফের
সোইং মেশিন, ফ্যান,
মোটরকারের।

ব'সে থাকা ভালো নয়,
চাকরী কোথায় ?
পায়ে তেল দিয়ে দিয়ে
হাত ক্ষয়ে যায়!
উকীলের 'গাছতলা',
'বার' নিকামাই।
রাস্তা দেখছে ব'সে
ডাক্তাররাই।
হাকিম ডাইনে আনে,
কুলোয় না বাঁয়ে,
সহরে নেইকো ভাত,
টাকা নেই গাঁয়ে ;
ষণ্ডা ছেলের দলে
কাঁপে প্রোফেসার,
রোদে পুড়ে ঘেমে ওঠে
ইঞ্জিনীয়ার।

নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি

বড় কাজে 'অম্বল',
'রক্তের চাপ',
ছোট কাজে অপমান,
গালি, অভিশাপ।
ধরো নব পদ্ধতি—
গণপতি নিয়ে
সুরু কর, স'রে পড়ো
উল্টিয়ে দিয়ে।

যখন লাগে না ভালো কিছু

কিচ্ছু লাগে না ভালো, তবু কী যে ভালো লাগে
প্রশ্ন করিছ কেন মোরে ?
থিয়েটারে হাঁপ লাগে, সিনেমায় চোখ যায়,
বিঁড়ির ধোঁয়ায় মাথা ঘোরে !
বাসে যা ঝাঁকানী লাগে। ট্রামে বড় বেশী ভিড়,
ফুট-পাথে লোক ছুটে যায়।
পেঁয়াজীতে, সরবতে, কচুরিতে, চায়ে, চপে—
চারিদিকে ভেজাল চালায়।
আড্ডায় বসো গিয়ে, শুধু বড় বড় কথা,
শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি।
আত্মীয়-বাড়ী যাও, মেয়ের জন্যে যত
পাত্র খোঁজার ঝোলাঝুলি।

কি করি, কোথায় যাই, ভেবেই পাই না মোটে,
লিখিব ? তাই বা কেবা পড়ে ?
কিছুই লাগে না ভালো যখন, তখন লোকে
হায়রে, জানি না কী যে করে।
হঠাৎ বাজনা বাজে, পূজো যে আসিয়া গেছে,
সাজিতে সবারি চায় মন।
সার্ব্বজনীন-পূজা, পাড়ায় পাড়ায় হয়
তাহারি বিপুল আয়োজন।
কেহবা প্রতিমা দেখে, কেহবা রমণী দেখে,
কেহবা পকেট দেখে নেড়ে,
বাজিছে বেলুন-বাঁশী, পাঁপর ভাজার রাশি,
চলিনু, লাগিতে পারে 'বেড়ে' !

সর্ষের তেল ! চাই সর্ষের তেল !!

সর্ষের তেল চাই, সর্ষের তেল !
দেখো ভাই মজাদার দুনিয়ার খেল্ ।
বড়কর্ত্তার পায়ে চালাও মালিশ,
আজ আছো ক্ষুদে, কাল তোমারি আপিস্ ।
ডাইনে ও বাঁয়ে পাবে লম্বা সেলাম,
বীর হনুমান্ হবে তুমি কেনারাম

গলা হবে গম্ভীর, মেজাজও কড়া,
অনায়াসে মনে হবে ধরাকে সরা !
পদলেহী চাটুকার ঘিরিয়া রবে,
সর্ষের গুণ দেখে খলিফা হবে !
তুমিও চাইবে, তব চরণ তলে
খাঁটি সরিষার তেল গরমে গলে ।

চরিত্রবল নেই, আছে সম্বল
ব্যাঙ্কের খাতাখানা, আছে 'অম্বল',
স্যাম্পেন ভরা গ্লাস নিয়ে মোসাহেব,
বাগানের জাগরণে মহাগুরুদেব,—
টুকটুকে রাঙাবৌ, বাপ দাদা তার
সর্ষের তেল করে তত্ত্বয় পার !
পতিভক্তির চাপে সর্ষের তেল ।
দেখো ভাই মজাদার দুনিয়ার খেল্ :

অসি ও মসী

রূপের ধুচুনী আর গুণের গোবর
নারী, বর-অভিলাষী নবনটবর।
অহরহ করে গোঁসা, মনোরঞ্জন
তরে চায়, নতজানু, মানভঞ্জন,
চায় পদতললীন পুরুষের সার,
সরিষার তৈলের শত ব্যবহার।

প্রকাশক, প্রযোজক, চায় না প্রণাম,
চায় শুধু মুখে কথা 'তোমারি গোলাম।'
এক হাতে ধামা, আর এক হাতে ভাঁড়
রাখো যদি, হবে যশোভাগ্য তোমার।

যোগ্যতা বিদ্যার নেই দরকার
তাতে শুধু হতে পারো বিল-সরকার
চাকরীতে ঢুক্‌তে কি লিফ্‌ট্‌ যদি চাও
সর্ষের তেল নাও, সজোরে চালাও।
ভেজালবিহীন তেল, বড় গুণ তার,
ঘুঁটে-কুড়ানীর ছেলে রাজার কুমার।

অতি-আধুনিক যুগে, দেখি নি কোথাও
বিনা সরিষার তেলে মেরে নিলে দাঁও।
'জল উঁচু—জল নীচু,' চল্‌ছে অঢেল্‌,
তারি সাথে চ'লে যায় সর্ষের তেল।
যেখানেই টাকা আছে, যেখানেই নাম,
মানুষের দাম নেই, সর্ষের দাম।

I